আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

AMENA-BAKI RESIDENTIAL MODEL SCHOOL & COLLEGE

(এবি ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

এবি মোড়, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

প্রসপেক্টাস-২০২৪

আবাসিক / অনাবাসিক

বিদ্যালয় কোড- ৮১৭৫
কলেজ কোড-৭৭৮৭
EIIN No- 120950

AB Foundation

Founder Chairman : Prof. Dr. M. Amjad Hossain

AB Morre, Chirirbandar, Dinajpur.
Principal : 01309120950, Vice principal- 01324730112
E-mail : abschool08@gmail.com, dramjadhossain@gmail.com
Web :www.abfoundationbd.org, www. abrmsc.edu.bd
Liason Office : 3/18, Humayun Road (College gate)
Mohammadpur, Dhaka-1207.

শ্রদ্ধার্ঘ্য

প্রকাশ্যে পুষ্পমাল্য দান
করিতে না পারি যাঁরে
মনোপুষ্পমাল্যে তাঁরে
পুজি বারে বারে

'৭১–এর বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বদেশ প্রেমী ও
এবি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চেয়ারম্যান
মরহুম নূরুল ইসলাম মন্ডলের প্রতি–
শ্রদ্ধার্ঘ্যে
এবি ফাউন্ডেশন ও
আমেনা–বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের
সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষক–শিক্ষিকাবৃন্দ

আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

AMENA-BAKI RESIDENTIAL MODEL SCHOOL & COLLEGE

(এবি ফাউন্ডেশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

এবি মোড়, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

স্থাপিত -২০০০ খ্রিঃ

আবাসিক / অনাবাসিক

প্রসপেক্টাস-২০২৪

লে. কর্নেল কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, এইসি (অবঃ)
অধ্যক্ষ
আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ঘাটাইল ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, টাঙ্গাইল
খুলনা পাবলিক কলেজ, খুলনা (প্রষণে নিযুক্ত)।

বিনয় কুমার দাস
উপাধ্যক্ষ
এবিআরএমএসসি

সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ঃ

মোবাইল: ০১৭৬৮৩৮৩০৮৩, ০১৩২৪৭৩০১২১, ০১৩২৪৭৩০১১২

Head Office : A. B. Morre, Chirirbandar, Dinajpur.
E-mail : abschool08@gmail.com, www.abrmsc.edu.bd
Liason Office : 3/18, Humayun Road (College gate), Mohammadpur, Dhaka-1207.
Email: Dramjadhossain@gmail.com
Web : www.abrmsc.edu.bd, www.amenabakifoundation.org

প্রতিষ্ঠাতার কথা

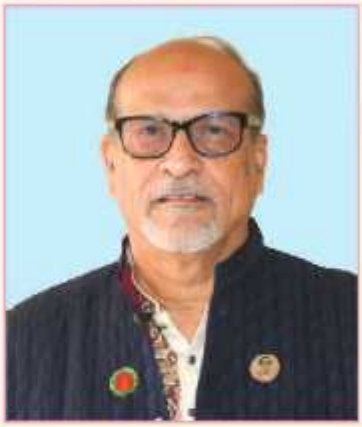

মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে আধুনিক ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে এলাকার শিশু কিশোরদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে আমেনা বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। লক্ষ্য আলোকিত মানুষ তৈরি করা। বর্তমান বিশ্ব প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ব। আধুনিক বিশ্বের সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে আগামী প্রজন্মকে সেভাবেই গড়ে তুলতে হবে। এখানে বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষার মাধ্যমকে সমান গুরুত্ব দিয়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তৈরি করা হয়। এজন্য দক্ষ উপযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়েছে। প্রয়োজনে আরো যুগোপোযগী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এখানকার সকল মেধাবী শিক্ষার্থী মেধা ও মননের স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী হবে এবং নতুন একবিংশ শতাব্দীর প্রতিটি চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য সক্ষম হবে।

আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে চাই, আমেনা বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ এমন ভাবে শিক্ষার্থী তৈরি করবে যারা শুধু জাতীয় পর্যায়েই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে আনবে, গড়ে তুলবে আলোকোজ্জ্বল একটি নতুন বিশ্ব যাদের নিয়ে গর্বে ভরে উঠবে আমাদের প্রাণ। ২০১৯ সালে এলাকার বেকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে ডাঃ আমজাদ ইনষ্টিটিউট অব এ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এখান থেকে ছেলেমেয়েরা কারিগরী শিক্ষা গ্রহণ করে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। তারই ধারাবাহিকতায় ডাঃ আমজাদ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠাতা করা হয়েছে।

সকলের আর্শীবাদ, শুভাশীষ ও সহযোগিতা নিয়ে ২২তম বর্ষে পদার্পন করছে আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বিগত প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষাগুলোতে আশাতীত ফলাফল অর্জন করেছে। ঠিক একইভাবে বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি পরীক্ষায় অত্র প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা শতভাগ উত্তীর্ণ হয়ে দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ডে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ স্থান অর্জন করেছে। ২০১৩ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় অত্র স্কুলের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে শিক্ষাবোর্ডে ১ম স্থান অধিকার করে ২০১৪ সালে বোর্ডে ৪র্থ ও জেলায় ১ম, ২০১৫ সলে শিক্ষাবোর্ডে ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করে শিক্ষার পরিষদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুদুরপ্রসারী চিন্তাভাবনা করে স্কুলটিতে ২০১৪ সালে কলেজ শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়,২০১৬ সালে ১ম ব্যাচ এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে আশানুরূপ সাফল্য বয়ে আনে এবং ২০১৭ সালে এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে শতভাগ জিপিএ - ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। ২০১৮ থেকে ২০২১ সালে শতভাগ পাশ করে জিপিএ ৫ পেয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের আরো উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার জন্য আপনাদের সহযোগিতা, পৃষ্ঠপোষকতা এবং পরামর্শ একান্তভাবে কাম্য।

যুদ্ধাহত বীরমুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. এম. আমজাদ হোসেন
(স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত)
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি
এবি ফাউন্ডেশন
ও
আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

অধ্যক্ষের কথা

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম এলাকার সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত একটি জেলা দিনাজপুর। সব দিক থেকে বলা চলে অনগ্রসর একটি জেলা। এই জেলারই কৃতি সন্তান অধ্যাপক ডাঃ আমজাদ হোসেন স্যারের ভাবনা প্রসূত- একটি বাক্য "আর নয় থেমে থাকা"। যার ফলশ্রুতিতে ২০০০ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন একটি ফাউন্ডেশন। যার নামকরণ করা হয় "এবি ফাউন্ডেশন"। এই ফাউন্ডেশনের আওতায় পরিচালিত বহুমূখী কার্যক্রমের মধ্যে প্রথম কার্যক্রম হিসেবে প্রথম পথ চলা শুরু করে " আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল"। ২০০১ সালে শিক্ষাকার্যক্রম শুরুর করার পর পর্যায়ক্রমে স্কুল, কলেজ ও পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পরিচালনা পর্ষদের সঠিক সুচিন্তিত নির্দেশনা ও শিক্ষকগণের আন্তরিকতা মিশ্রিত পাঠদানে শিক্ষার্থীরা ক্রমান্বয়ে যে সফলতা বয়ে এনেছে, দেশের উত্তরাঞ্চলের শিক্ষা বিপ্লবে যে পরিবর্তন নিয়ে এসেছে, তা একটি শিক্ষিত জনশক্তি গঠনের মধ্যে দিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করতে যথার্থ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

এবি ফাউন্ডেশনের আওতাধীন **"আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজটি"** শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী ও স্থানীয় পর্যায়ের অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীদের শুভ কামনা, দোয়া ও সহযোগিতা এবং শিক্ষাব্রতী শিক্ষার্থীদের প্রখর ইচ্ছাশক্তি, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে আধুনিক যুগোপযোগী গুণগত মান সম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারে যে বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে তা সত্যিই অভাবনীয়। এমন সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ এম আমজাদ হোসেন (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত) মহোদয় যুগোপযোগী শিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মহোদয়ের লক্ষ্য শিক্ষিত জনশক্তি গঠনের মাধ্যমে দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা ও সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে দেওয়া এবং প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বিশ্বের দরবারে দেশের সম্মানকে সমুন্নত রাখা।

এখন আমরা বলতে পারি যে, ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে স্কুল প্রশাসনকে যুগোপযোগী তথ্য ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিশ্চিত করতে ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি অধ্যাপক ডাঃ এম আমজাদ হোসেন (স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত) মহোদয় সফল হয়েছে।

সুষম শিক্ষা বিস্তারে প্রতিষ্ঠানটি প্রথম শিক্ষাবর্ষে (২০০১) আমরা নার্সারী থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছিলাম। সম্মানিত অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত এবং ২০০৪ শিক্ষাবর্ষে আমরা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করেছি। নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে সরকার কর্তৃক অনুমতি পাই। ২০১০, ২০১১ এবং ২০১২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পর পর ৩ বার দিনাজপুর শিক্ষাবোর্ডে ৩য় স্থান এবং ২০১৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় শতভাগ জিপিএ-৫ পেয়ে শিক্ষাবোর্ডে প্রথম স্থান অর্জন করে। পরবর্তী ২০১৪ সালে দিনাজপুর বোর্ডে ৪র্থ ও ২০১৫ সালে ৬ষ্ঠ স্থান অর্জন করে। ২০১৪ সালে স্কুল পর্যায় থেকে কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করে কলেজ শাখা চালু করা হয়। ২০১৬ সালে কলেজ শাখার প্রথম ব্যাচ চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম গুলিতেও উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে আশাতীত সাফল্য বয়ে নিয়ে আসে। উল্লেখ্য ২০১৬ সালে সৃজনশীল মেধা অন্বেষন প্রতিযোগিতায় দৈনন্দিন বিজ্ঞান বিভাগে অত্র প্রতিষ্ঠানের ৮ম শ্রেণির ছাত্র দেশ সেরা নির্বাচিত হয় এবং ২০২০ সালে ৯ জন ছাত্র জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট স্কাউট এ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। করোনা অতিমারীর কারণে গত ১৮ মার্চ ২০২০ খ্রিঃ থেকে ২০২১ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আমাদের এই দীর্ঘ সময় অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়েছি।

এভাবে বিভিন্নমুখী সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ধীরে ধীরে আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজটি দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থান দখল করে নেবে বলে আমার বিশ্বাস। এই স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের ও গুণের আলো ছড়িয়ে পড়ুক দেশে ও বিদেশে, ঐকান্তিক চেষ্টার মাধ্যমে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আল্লাহ হাফেজ।

লে. কর্নেল কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, এইসি (অবঃ)
অধ্যক্ষ
আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ

ভূমিকা

সচেতন অভিভাবকগন চান তাদের ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে। আর এই চাওয়া পূরণের জন্য চাই ভাল পরিবেশ ও ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আমরা প্রতিবছর সীমিত সংখ্যক আসনে-ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে থাকি। প্লে ও নার্সারী-১ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ও অন্যান্য শ্রেণিগুলোতে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে আবাসিক/অনাবাসিক শাখায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। শিক্ষার মান ও উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে সীমিত আসনে মেধাক্রম অনুসারে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। স্কুল এন্ড কলেজের নির্ধারিত পোশাকে ক্লাসে উপস্থিত থাকা, স্কুলের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলা, শ্রেণি কক্ষের শিক্ষাদান পদ্ধতি, বাড়ির কাজ, নির্ধারিত কাজ, দলগত কাজ, ব্যবহারিক পরীক্ষা, শ্রেণি অভিক্ষা, পাক্ষিক পরীক্ষা, পার্বিক পরীক্ষা ও অন্যান্য অভীক্ষাসহ লেখাপড়ার বিষয় ছাড়াও সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী এবং আবাসিক কাজকর্ম তার কাছে খুব কঠিন বলে মনে হয়। নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে কিছুদিন থাকার পরে তারা অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা চিন্তা করে। এভাবে অনেক মূল্যবান সময় ও অর্থের অপচয় হয়।

এ কারণে সম্মানিত অভিভাবক ও ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের অবগতির জন্য ভর্তির আবেদন ফরমের সাথে স্কুল সম্পর্কিত প্রস্পেক্টাস দেয়া হয়। এতে স্কুলের নিয়ম কানুন, সহপাঠ্যক্রম কার্যাবলী ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেওয়া হয়েছে, যাতে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ স্কুল সম্পর্কে আগেই কিছুটা অবগত হয়ে ভর্তির ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শ শিক্ষাপ্রদান ও চরিত্র গঠনের কাজে নিবেদিত একটি প্রতিষ্ঠান। আমাদের বিশ্বাস অভিভাবকগণ অনেক আশা নিয়ে তাদের সন্তানদের শিক্ষা দানের দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করেন। এ প্রত্যাশা পূরণের জন্য এবি ফাউন্ডেশন ও আমেনা বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানসহ এবি ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের বেশ কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। এ জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের কাছ থেকেও সহযোগিতা আশা করেন। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিয়ম-নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ, দেশাত্মবোধ ও শৃঙ্খলাবোধ জাগিয়ে তোলার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে চরিত্রবান, দায়িত্বশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা। সত্যিকার বিদ্যানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে এ নিয়মগুলো পালন করা মোটেও কঠিন নয়, বরং এগুলো জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে সহায়ক। তাই স্কুলের নিয়ম-নির্দেশনা পালনে ছাত্র-ছাত্রীদের যত্নবান হতে হয়। এ জন্য রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। নিয়মিত পড়াশুনা, খেলা-ধুলা, ক্লাসে যোগদান ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ছাড়াও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে সহপাঠীদের সাথে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলা। প্রতিষ্ঠানের সুনাম-সুখ্যাতি অক্ষুন্ন রাখার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের মনে করে জিনিসপত্রের প্রতি যত্নশীল হওয়া ইত্যাদি এ স্কুল এন্ড কলেজে বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। অন্যথায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে বা কারো সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলে অথবা নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করলে, কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। সুতরাং যে সব ছাত্র-ছাত্রী স্কুল এন্ড কলেজের নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলে না, নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকে না, আবাসিকের বিভিন্ন কাজে স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ করে না ও খেতে চায় না তাদের প্রতি আমাদের পরামর্শ হলো, তাদের অত্র প্রতিষ্ঠানে ভর্তি না হওয়াই ভাল। আবেদন ফরমের সাথে স্কুলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়মাবলীসহ নির্দেশিকা ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে দেওয়া হয়, যাতে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ নিজ নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে শুরু থেকেই সচেতন থাকতে পারেন।

আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ-এর

উপদেষ্টামন্ডলী ঃ

১। অধ্যাপক রুহুল আমিন-	সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, হাবিপ্রবি
২। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সাঈদ-	প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা
৩। অধ্যাপক ডঃ মুনতাসীর মামুন-	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪। মোঃ আনিসুল হক-	কথা সাহিত্যিক ও কলামিষ্ট
৫। জনাব নজরুল ইসলাম খাঁন-	সাবেক শিক্ষা সচিব
৬। মোঃ মহিউদ্দিন আহম্মেদ-	সাবেক প্রধান শিক্ষক, চিরিরবন্দর পাইলট হাই স্কুল, দিনাজপুর।
৭। প্রকৌশলী হামিদুল হক-	ঢাকা
৮। জনাব আবুল কালাম আজাদ-	বিশিষ্ট সমাজসেবক, দিনাজপুর।
৯। শামীম আরা নিপা-	দেশ বরেণ্য নৃত্য শিল্পী একুশে পদকপ্রাপ্ত, ঢাকা, বাংলাদেশ
১০। শিবলী মোহাম্মদ-	দেশ বরেণ্য নৃত্য শিল্পী ও প্রশিক্ষক, ঢাকা
১১। সাদি মোহাম্মদ-	দেশ বরেণ্য রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী ও প্রশিক্ষক, ঢাকা।
১২। ডাঃ আব্দুর নূর তুষার-	উপস্থাপক ও টিভি ব্যক্তিত্ব, ঢাকা।

শুভানুধ্যায়ী ও স্কুল এন্ড কলেজ যাদের কাছে কৃতজ্ঞ

১। জনাব আবুল হাসান মাহমুদ আলী, এম.পি- মাননীয় সভাপতি, অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি
২। জনাব এ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার, এম.পি- মাননীয় সভাপতি, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি
৩। জনাব এ.টি.এম আফজাল- প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি
৪। জনাব ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার- সাবেক স্পীকার, জাতীয় সংসদ
৫। জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দিন- সাবেক সচিব
৬। জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম- সাবেক সচিব
৭। জনাব আলহাজ্ব মিজানুর রহমান মানু- সাবেক হুইপ, জাতীয় সংসদ
৮। জনাব আলহাজ্ব আখতারুজ্জামান মিয়া- সাবেক এম.পি, জাতীয় সংসদ
৯। জনাব খালেদ মোহাম্মদ জাকি, জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।
১০। জনাব শাহ্ ইফতেখার আহম্মেদ, বিপিএম. পিপিএম (বার), পুলিশ সুপার, দিনাজপুর।
১১। জনাব প্রফেসর মোঃ জহির উদ্দীন, চেয়ার্ম্যান (অঃ দাঃ), দিনাজপুর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, দিনাজপুর
১২। জনাব প্রফেসর মোঃ তোফাজ্জুর রহমান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, শিক্ষাবোর্ড, দিনাজপুর।
১৩। জনাব মোঃ ফারাজ উদ্দীন তালুকদার, কলেজ পরিদর্শক, শিক্ষাবোর্ড, দিনাজপুর।
১৪। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, জেলা শিক্ষা অফিসার, দিনাজপুর।
১৫। জনাব শামসুল আলম- সাবেক ডি.ই.ও, দিনাজপুর।
১৬। মিসেস এ্যান, নার্সিং কনসালটেন্ট, অস্ট্রেলিয়া।
১৭। জনাব প্রকৌশলী সানাউল হক বকুল, সাবেক ট্রেজারার, অলিম্পিক এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ।
১৮। জনাব ডাঃ মোঃ আবু বক্কর সরকার, ঢাকা।
১৯। জনাব মোঃ আমিনুল হক, সাবেক বিদ্যালয় পরিদর্শক, শিক্ষাবোর্ড, দিনাজপুর।
২০। স্বর্গীয় ডাঃ কৈলাশ চন্দ্র রায়, সাবেক সম্পাদক, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, দিনাজপুর।
২১। জনাব মোঃ নরুল আলম, জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শিবরাম আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

অর্থ সহায়তা দিয়ে যাঁরা ফাউন্ডেশনকে কৃতজ্ঞ করেছেন

ক্রঃ	দাতার নাম	ঠিকানা	টাকার পরিমাণ
১.	জনাব আলতাফ হোসেন	চিরিরবন্দর, হাটখোলা, দিনাজপুর	৫০,০০০/-
২.	জনাব এ.জেড.এম. রেজওয়ানুল হক	নতুন বাজার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর	৫০,০০০/-
৩.	মিসেস ফারুক আজিজ	যোর সাহারা, ঢাকা	১,০০,০০০/-
৪.	মরহুম আবুল হোসেন পাটোয়ারী	মিশন রোড, দিনাজপুর	৫০,০০০/-
৫.	মিসেস সাইফুদ্দীন আহম্মেদ	ঢাকা	১,০০,০০০/-
৬.	ইঞ্জিনিয়ার মশিউর রহমান	ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	৫০,০০০/-

প্রতিষ্ঠানের নামকরণ

স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রফেসর ডাঃ এম আমজাদ হোসেন এর মাতা আলহাজ্ব আমেনা খাতুন ও মরহুম পিতা আলহাজ্ব আব্দুল বাকী মন্ডলের নামে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় যা আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ নামে পরিচিত।

শ্রেণি পরিসর

আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ২০০০ খ্রি. প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে আনুষ্ঠানিকভাবে নার্সারী-১ থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে-

সাল	শ্রেণি পরিসর	ছাত্র-ছাত্রী	আবাসিক ছাত্র	আবাসিক ছাত্রী
২০০৩	৭ম শ্রেণি	৪২৫	৪৯	ব্যবস্থা ছিল না
২০০৪	৮ম শ্রেণি	৪৮৫	৮৭	০৯ জন
২০০৫	৬ষ্ঠ (ক+খ) শাখা ও নবম শ্রেণি	৫৫২	১৪৫	১৪ জন
২০০৬	৭ম (ক+খ) শাখা ও দশম শ্রেণি	৬২৫	১৬২	২৫ জন
২০০৭	৫ম, নার্সারী-১ (ক+খ) শাখা ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা	৭৫১	১৭৮	৪৩ জন
২০০৮	১ম, ২য় ও ৮ম (ক+খ) শাখা	৮৮৪	১৮৫	৫৯ জন
২০০৯	নার্সারী থেকে ২য় শ্রেণি (গ) শাখা	৯৫৬	১৯০	৬৭ জন
২০১১	পে ও ৮ম (গ) শাখা	১১৯৭	২১৭	৯৫ জন
২০১২	৩য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ (গ) শাখা	১৩৪০	২৩৮	১২৯ জন
২০১৩	৩য়, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ (গ) শাখা	১৪৭৩	২৬৭	১৪০ জন
২০১৪	একাদশ শ্রেণি ও ৬ষ্ঠ (ঘ) শাখা	১৭২৯	৩১৯	১৯৪ জন
২০১৫	দ্বাদশ শ্রেণি, ৭ম ও ৮ম (ঘ) শাখা	১৭৭৮	৩৬৬	২২৫ জন
২০১৬	৮ম শ্রেণি (ঙ) ও ৯ম শ্রেণি (গ) শাখা	১৮২০	৩৮৫	২১৫ জন
২০১৭	৯ম শ্রেণি (ঘ) ও ৭ম শ্রেণি (ঙ) শাখা	১৮৭০	৩১০	২৫০ জন
২০১৮	৯ম শ্রেণি (ঘ) ও ৭ম শ্রেণি (ঙ) শাখা	২০৫০	৪২৫	২৯৫ জন
২০১৯	৯ম শ্রেণি (ঘ) ও ৭ম শ্রেণি (ঙ) শাখা	২০১৬	৪৬২	৩২৪ জন
২০২০	৯ম শ্রেণি (ঘ) ও ৭ম শ্রেণি (ঙ) শাখা	২০৩০	৪৭০	৩৪০ জন
২০২১	৯ম শ্রেণি (ঙ) ও ৭ম শ্রেণি (ঙ) শাখা	১৯০২	৫৫৬	২৪৮ জন
২০২২	৯ম শ্রেণি (ঙ) ও ৭ম শ্রেণি (ঙ) শাখা	১৯০২	৫৫৬	২৪৮ জন
২০২৩	৯ম শ্রেণি (ছ) ও ৭ম শ্রেণি (চ) শাখা	১৫০০	৫৮৫	৩১২ জন

হাউসের বিবরণ

হাউসের সংখ্যা ৪টি

ঃ আলহাজ্ব শাহাদাৎউলাহ হাউস
হাউস নীতি ঃ "জ্ঞানই আলো"
হাউসের রং ঃ 'আকাশি'

ঃ সৈয়দা আনোয়ারা হাউস
হাউস নীতি ঃ "ইচ্ছাই সফলতা"
হাউসের রং ঃ 'হালকা সবুজ'

ঃ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মোজাফ্ফর হাউস
হাউস নীতি ঃ "চরিত্রই শক্তি"
হাউসের রং ঃ 'গোলাপী'

ঃ ডাঃ শামীমা হাউস
হাউস নীতি ঃ "কর্মই জীবন"
হাউসের রং ঃ 'সাদা'

প্রতিষ্ঠান প্রধানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে হোস্টেল সুপার হাউস মাস্টার, সহ-হাউস মাস্টার ও হাউস প্রিফেক্টরিয়াল বোর্ড দ্বারা সকল হাউস পরিচালিত হয়ে থাকে।

আবাসিক ভবন

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা আবাসিক ভবনের ব্যবস্থা রয়েছে। ছাত্রদের জন্য ৬ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন এবং ছাত্রীদের জন্য ৬তলা বিশিষ্ট ২টি আবাসিক ও ৬ তলা বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম ভবন

স্কুল এন্ড কলেজের উদ্দেশ্য

স্কুল এন্ড কলেজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে পাঠ্যক্রম ও সহপাঠ্যক্রম কর্মসূচীর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলোর বিকাশ এবং উৎকর্ষ সাধন করে নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় বিকাশের সর্বপ্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা, সর্বোপরি ভাল ফলাফল অর্জন করে যাতে তারা সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে এবং দেশ ও জাতিকে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিতে পারে।

কার্যক্রম

প্লে থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত অনাবাসিক এবং ৩য় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আবাসিক/অনাবাসিক হিসেবে সার্বিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে একজন ছাত্র-ছাত্রীর স্কুল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্লে থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের কোন হাউস দেওয়া হয় না। ৩য় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সময় যে আইডি নম্বর দেয়া হয় তা নিয়েই স্কুল ও কলেজ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। যে আইডি নম্বরটি অন্য কোন ছাত্র-ছাত্রীকে দেয়া হয় না।

আবাসিক ব্যবস্থা

এই প্রতিষ্ঠানের আবাসিক/অনাবাসিক উভয় ধরণের শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। তাই এই স্কুলের প্লে থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অনাবাসিক হিসেবে এবং ৩য় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত (আবাসিক -অনাবাসিক) ছাত্র-ছাত্রীদের চারটি হাউসে বিভক্ত করা হয়। হাউসের ছাত্র-ছাত্রীরা আবাসিক/অনাবাসিক থেকে স্কুল এন্ড কলেজে পড়ালেখা করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের হাউসের প্রশাসন পদ্ধতি স্কুল এন্ড কলেজের মূল শিক্ষার সাথে পদ্ধতিগত ভাবে সমন্বিত। এর প্রশাসন কাঠামো হাউস মাস্টার ও হাউস টিউটর দ্বারা গঠিত স্কুল এন্ড কলেজ প্রিফেক্টরিয়াল বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। এভাবে শিক্ষার্থীদের দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দানের দক্ষতা অর্জন করবে।

বোর্ড অফ প্রিফেক্ট

নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রী বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে স্কুল এন্ড কলেজে প্রিফেক্টরিয়াল বোর্ড ও হাউস প্রিফেক্টরিয়াল বোর্ড গঠন করা হয়। যা স্কুল এন্ড কলেজ প্রশাসন পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন খাওয়ার মানসহ যাবতীয় সমস্যা কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট আকারে তুলে ধরার মাধ্যমে প্রশাসনকে সহায়তা করে।

ভ্রাতৃত্ববোধ ও আত্মনির্ভরশীলতা

স্কুল এন্ড কলেজের চারটি হাউসে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে সমাজের একজন আদর্শ সদস্য হিসেবে নিজেকে চিনতে ও গড়তে শেখে। ফলে তাদের মধ্যে সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার জন্ম হয় এবং তারা পরস্পরের মতামতকে মূল্য দিতে এবং প্রয়োজনে অপরকে সাহায্য করতে শেখে। তারা নিজেদের বিছানা, ট্রাংক, বইয়ের তাক, কাপড়, জুতা নিজ হাতে পরিস্কার করে এবং গুছিয়ে রাখে। রুটিন অনুযায়ী তাদেরকে নিজেদের আবাসিক কক্ষও পরিস্কার করতে হয়। এভাবে নিজের কাজ নিজে করার মাধ্যমে প্রত্যেক আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠে। তাছাড়া হাউসের স্বার্থে বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রতিযোগিতায় সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ এবং যৌথ কাজ যেমন, বাগান করা, হাউস পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা, বিভিন্ন প্রজেক্ট এ কাজ করা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে পরস্পরের সাথে গড়ে উঠে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক।

আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহে গমন ও হাউসে প্রত্যাবর্তন

স্কুল এন্ড কলেজ ছুটি হলে নির্ধারিত দিনে হাউসের ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহে গমন ও প্রত্যাবর্তন করতে হয়। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি যাওয়া ও আসার তারিখ অভিভাবকগণকে বর্ষপঞ্জির মাধ্যমে আগেই জানানো হয়ে থাকে। আবাসিক ভর্তি ফরমে লিখিত বৈধ অভিভাবক ছাড়া কোন ছাত্র-ছাত্রীকে কোন অবস্থাতেই অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর ও সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয় না এবং একা বাড়ি যাওয়া ও আসার অনুমোদন দেওয়া হয় না। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল এন্ড কলেজের নির্ধারিত পোশাক পড়েই আসা-যাওয়া করবে।

অভিভাবক দিবস

অভিভাবকগণ নির্ধারিত দিন এবং সময় ছাড়া অন্য কোনদিন বা অন্য কোন সময়ে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে দেখা করতে পারেন না তবে ১৫ দিনে ১দিন মোবাইল ফোনে কথা বলার ব্যবস্থা আছে। অভিভাবক দিবসের তারিখ ও সময় স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং অভিভাবকদের তা পূর্বেই বর্ষপঞ্জিকার মাধ্যমে জানানো হয়ে থাকে। সাধারণত প্রতি পর্বে বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী সাক্ষাৎকার দিবস নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া স্কুল ও কলেজের অনুষ্ঠানাদিতে অভিভাবকবৃন্দকে পত্রের মাধ্যমে, প্রয়োজনে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

অপরাধ ও শাস্তি

(ক) শিক্ষার্থীর জীবন সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সংশোধনের নিমিত্তে শাস্তির বিধান আছে। কোন সিনিয়র ছাত্র-ছাত্রী জুনিয়র ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তি দিতে পারবে না। স্কুল এন্ড কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা বহির্ভূত কোন কাজ করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে, জেনে শুনে স্কুল এন্ড কলেজের কোন সম্পদের ক্ষতি সাধন করলে ছাত্র-ছাত্রীদের কসনমানি থেকে অথবা নগদ আর্থিক ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।

(খ) স্কুল এন্ড কলেজ ও হাউসের নিয়ম শৃঙ্খলা পরিপন্থী কোন কাজ করলে ছাত্র-ছাত্রীদের হাউসের সিট বাতিল এমনকি স্কুল এন্ড কলেজ থেকে বহিস্কার করা হবে।

ধর্ম চর্চা

ধর্ম চর্চা সার্বিক শিক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ। ৩য় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রী নিজ নিজ ধর্ম চর্চা করে থাকে। নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে দেওয়া হয়। মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পাঁচওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। আবশ্যক ও মাগরিবের নামাজ বাধ্যতামূলক এবং সনাতন ও অন্য ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রার্থনা বাধ্যতামূলক । অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরাও শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বাধ্যতামূলক ধর্ম চর্চা করে থাকে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত আছেন একজন নিজস্ব চিকিৎসক। ছাত্র-ছাত্রীরা অসুস্থ হলে নিকটস্থ উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলে বা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অভিভাবকদের সংবাদ দেওয়া হয় এবং সিদ্ধান্তক্রমে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অতিরিক্ত ঔষধের যাবতীয় খরচ অভিভাবকগণকে বহন করতে হয়।

আকস্মিক গুরুত্বর অসুস্থতায় সরকারী চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা জনিত ত্রুটির কারণে কোন প্রকার দুর্ঘটনার জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

আন্তঃহাউস প্রতিযোগিতা

বছরের বিভিন্ন সময়ে হাউসগুলোর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা সুলভ মনোভব গড়ে তোলা ও বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার জন্য এ সব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। লেখাপড়া, গণিত উৎসব, খেলাধুলা, শরীর চর্চা, ড্রিল, শৃঙ্খলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, বাগান করা, হাউস পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আন্তঃহাউস ক্রীড়া, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উপর ফলাফল নির্ধারণ করে বেশি নম্বর প্রাপ্ত হাউসকে ঐ বছরের সেরা হাউস বলে ঘোষনা করা হয়। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে হাতের লেখা, আবৃতি ও ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কুইজ, বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং হাউস ভিত্তিক দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়।

পর্বসমূহ

স্কুলের প্রতিটি শিক্ষাবর্ষ ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২টি পর্বে বিভক্ত করা হয়। (প্রয়োজনে পর্ব সংখ্যা পরিবর্তন হতে পারে)

(ক) প্রথম সাময়িক/ অর্ধ বার্ষিক

(খ) দ্বিতীয় সাময়িক/ বার্ষিক

অবকাশ

প্রতি পর্ব শেষে অবকাশ যাপনের জন্য স্কুল এন্ড কলেজ ছুটি থাকে। ছুটির সময়সূচী বর্ষপঞ্জির মাধ্যমে জানানো হয়ে থাকে। তবে প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ বর্ষপঞ্জিতে দেয়া সময় সূচীর পরিবর্তন করতে পারে। পরিবর্তিত সময়সূচী চিঠি/মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানানো হয়। স্কুলের ওয়েক সাইট ও ফেইসবুক পেইজ Amena Baki Residential Model School & College Official এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

www. abrmsc.edu.bd

প্রাত্যহিক কার্যাবলী

১। প্রাতঃকালীন শরীর চর্চা/কুচকাওয়াজ

জাগরণী ঘন্টার মাধ্যমে ভোর ৫.৩০ টায় আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা শয্যাত্যাগ করে। প্রাতঃক্রিয়া শেষে নামাজ ও প্রার্থনা শেষ করে শরীর চর্চায় অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের আলাদা আলাদা মাঠে উপস্থিত হয়। সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য ও শরীর চর্চা শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীরা সপ্তাহে ৫ দিন শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রাতঃকালীন শরীরচর্চা আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের ঘুমের অবসাদ দূর করে দিনের কাজগুলোর জন্য তাদেরকে দৈহিক ও মানসিকভাবে সতেজ ও সজীব করে তোলে।

২। খাবার গ্রহণ

আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন নিম্নবর্ণিত সময়ে খাবার গ্রহণ করে থাকে।

ক্রঃ নং	সময়	খাওয়ার তালিকা
১	সূর্যোদয়ের ৩০ মিঃ পূর্বে	ভোরের নাস্তা
২	৮:০০ টা থেকে ৮:৪০ টা এর পূর্বে	সকালের নাস্তা/ভাত
৩	১:২০ টা থেকে ২:০০ টা এর মধ্যে	মধ্যাহ্ন ভোজ
৪	৫:১০ টা এর মধ্যে	বিকালের নাস্তা
৫	সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের নামাজ ও প্রার্থনা শেষে	নৈশ ভোজ
৬	রাত ৯:০০ টা থেকে ১০:০০ টা এর মধ্যে	নাস্তা ও দুগ্ধপান (শোয়ারপূর্বে)

আবাসিকের ছাত্র-ছাত্রীরা ডাইনিং এ খাবার গ্রহণ করে থাকে। আবসিক ছাত্র-ছাত্রীদের ডাইনিং পরিচালনার জন্য সুযোগ্য কর্মচারীবৃন্দ ছাড়াও অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩ জন শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। ডাইনিং পরিচালনার জন্য একটি ডাইনিং কমিটি আছে। বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালোরীর ভিত্তিতে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশন করা হয়। খাদ্যে রসনাতৃপ্তির চেয়ে সুষমতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। খাদ্যবস্তু রন্ধনের মূলনীতি **"তৃপ্তির চেয়ে পুষ্টি বড়"**। প্রতি বৃহস্পতিবার নৈশ ভোজে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। স্কুল প্রিফেক্ট, হাউস প্রিফেক্ট ও ডাইনিং হল প্রিফেক্ট থেকে একজন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে খাদ্য কমিটিতে থাকে।

স্কুল এন্ড কলেজ বা হাউস সমাবেশ/শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস/সাময়িকী পর্যালোচনা

স্কুল ও কলেজ মাঠে প্রতিদিন প্লে থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩য় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত হাউস ভিত্তিক সপ্তাহে ১ দিন (বৃহস্পতিবার) এবং সকল হাউস মিলে সপ্তাহে ৩ দিন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সকল হাউসের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত থাকেন। কোরআন তিলাওয়াত, গীতা পাঠ, তর্জমা ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়। শপথ বাক্য পাঠ শেষে পিটি ও শারিরীক কসরত শুরু হয়। সপ্তাহে ১ দিন রবিবার মার্চপাস্ট ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে পরিচালক ও অধ্যক্ষ নিয়মিত কার্যাবলীর সফলতা ও ব্যর্থতা, ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর বক্তব্য রাখেন। বিশেষভাবে (CA) এর কার্যক্রমের অংশবিশেষ ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও পাঠোন্নতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে বুধবার প্রত্যেক হাউসে "হাউস সমাবেশ" হয়। সেখানে হাউস মাষ্টারগণ হাউসের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক উন্নতির প্রতি জোর দিয়ে বক্তব্য রাখেন।

প্রাত্যহিক কার্যাবলী

১। প্রাতঃকালীন শরীর চর্চা/কুচকাওয়াজ

জাগরণী ঘন্টার মাধ্যমে ভোর ৫.৩০ টায় আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা শয্যাত্যাগ করে। প্রাতঃক্রিয়া শেষে নামাজ ও প্রার্থনা শেষ করে শরীর চর্চায় অংশগ্রহণের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের আলাদা আলাদা মাঠে উপস্থিত হয়। সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য ও শরীর চর্চা শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীরা সপ্তাহে ৫ দিন শরীর চর্চায় অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রাতঃকালীন শরীরচর্চা আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের ঘুমের অবসাদ দূর করে দিনের কাজগুলোর জন্য তাদেরকে দৈহিক ও মানসিকভাবে সতেজ ও সজীব করে তোলে।

২। খাবার গ্রহণ

আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন নিম্নবর্ণিত সময়ে খাবার গ্রহণ করে থাকে।

ক্রঃ নং	সময়	খাওয়ার তালিকা
১	সূর্যোদয়ের ৩০ মিঃ পূর্বে	ভোরের নাস্তা
২	৮:০০ টা থেকে ৮:৪০ টা এর পূর্বে	সকালের নাস্তা/ভাত
৩	১:২০ টা থেকে ২:০০ টা এর মধ্যে	মধ্যাহ্ন ভোজ
৪	৫:১০ টা এর মধ্যে	বিকালের নাস্তা
৫	সূর্যাস্তের পরে মাগরিবের নামাজ ও প্রার্থনা শেষে	নৈশ ভোজ
৬	রাত ৯:০০ টা থেকে ১০:০০ টা এর মধ্যে	নাস্তা ও দুগ্ধপান (শোয়ারপূর্বে)

আবাসিকের ছাত্র-ছাত্রীরা ডাইনিং এ খাবার গ্রহণ করে থাকে। আবসিক ছাত্র-ছাত্রীদের ডাইনিং পরিচালনার জন্য সুযোগ্য কর্মচারীবৃন্দ ছাড়াও অধ্যক্ষ মহোদয়, ৩ জন শিক্ষককে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে থাকেন। ডাইনিং পরিচালনার জন্য একটি ডাইনিং কমিটি আছে। বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালোরীর ভিত্তিতে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশন করা হয়। খাদ্যে রসনাতৃপ্তির চেয়ে সুষমতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। খাদ্যবস্তু রন্ধনের মূলনীতি **"তৃপ্তির চেয়ে পুষ্টি বড়"**। প্রতি বৃহস্পতিবার নৈশ ভোজে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়। স্কুল প্রিফেক্ট, হাউস প্রিফেক্ট ও ডাইনিং হল প্রিফেক্ট থেকে একজন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে খাদ্য কমিটিতে থাকে।

স্কুল এন্ড কলেজ বা হাউস সমাবেশ/শ্রেণিকক্ষ বিন্যাস/সাময়িকী পর্যালোচনা

স্কুল ও কলেজ মাঠে প্রতিদিন প্লে থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩য় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত হাউস ভিত্তিক সপ্তাহে ১ দিন (বৃহস্পতিবার) এবং সকল হাউস মিলে সপ্তাহে ৩ দিন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এখানে সকল হাউসের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত থাকেন। কোরআন তিলাওয়াত, গীতা পাঠ, তর্জমা ও জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু হয়। শপথ বাক্য পাঠ শেষে পিটি ও শারিরীক কসরত শুরু হয়। সপ্তাহে ১ দিন রবিবার মার্চপাস্ট ও কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে পরিচালক ও অধ্যক্ষ নিয়মিত কার্যাবলীর সফলতা ও ব্যর্থতা, ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর বক্তব্য রাখেন। বিশেষভাবে (CA) এর কার্যক্রমের অংশবিশেষ ছাত্র-ছাত্রীদের আচরণ, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও পাঠোন্নতির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপের জন্য উপদেশ দিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে বুধবার প্রত্যেক হাউসে "হাউস সমাবেশ" হয়। সেখানে হাউস মাষ্টারগণ হাউসের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক উন্নতির প্রতি জোর দিয়ে বক্তব্য রাখেন।

একই সময়ে সপ্তাহে শনিবার শ্রেণি কক্ষ বিন্যাসের কাজ করা হয়। প্রতি শাখার/ক্লাসের জন্য একজন শ্রেণি শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। শ্রেণি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণির পরিচ্ছন্নতা এবং পরিপাট্য নিশ্চিত করে থাকেন। সপ্তাহে ১ দিন শ্রেণি শিক্ষক শ্রেণি কক্ষের সার্বিক দিক পর্যালোচনা করে থাকেন। পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত থাকে স্বদেশ এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা চলতি ঘটনাবলী জানাতে সহায়ক হয়ে থাকে।

শ্রেণি কক্ষে আনুষ্ঠানিক পাঠদান

সকাল ৮:২০ টা থেকে ১০:৪০ টা পর্যন্ত প্লে থেকে ২য় শ্রেণি প্রভাতি শাখা এবং সকাল ১০:৪০ মিনিট হতে বিকের ৪:০০ টা পর্যন্ত দিবা শাখা, শ্রেণি কক্ষে আনুষ্ঠানিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং উক্ত সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল এন্ড কলেজ এর নির্ধারিত ড্রেস পরিধান করে থাকে। মধ্যাহ্ন ভোজের ও নামাজ/প্রার্থনার জন্য ৫০ মিনিট বিরতি দেওয়া হয়। পাঠদানের মাধ্যম বাংলা তবে ইংরেজি শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং প্রাথমিক, (সরকারি বই) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষাদান করা হয়। শিশু শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের বয়স উপযোগী বই ও উপকরণের মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি এবং উৎকর্ষ সাধনের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচী ছাড়াও সংশিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের উপরও আলোকপাত করে থাকেন।

পোশাক পরিচ্ছদের পরিপাট্য যাচাই

শ্রেণিকক্ষে আগমনের পূর্বে প্রত্যেক আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের পরিধেয় পোশাকের পরিচ্ছন্নতা এবং পরিপাট্য সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্তব্যরত শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্তৃক পরিদর্শন এবং যাচাই করা হয়। পোশাক পরিচ্ছদের মানের অবনতি পরিলক্ষিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা শুধরিয়ে দেওয়া হয়।

পাঠ প্রস্তুতি

সাধারণত স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ বাড়িতে যেভাবে পড়ালেখা করে থাকে, হাউসের ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে তারই বিকল্প পাঠপ্রস্তুতি। ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় থাকায় হাতে কলমে অত্যন্ত যত্নসহকারে পাঠদান করা হয় এবং পাঠোন্নয়নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয়। বিদ্যালয়ের পাঠদানের পরে হাউসে ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যয়নের সময় পর্যবেক্ষণ ও সহযোগিতা দান করা হয়। পাঠ প্রস্তুতির সময় হচ্ছে প্রভাতি/ভোর, অপরাহ্নিক, সান্ধ্য ও নৈশ পাঠ প্রস্তুতি। প্রতিদিন শ্রেণিকক্ষের লেখাপড়ার সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠ প্রস্তুতির কাজ দেওয়া হয়। পাঠ প্রস্তুতির সময় শ্রেণিকক্ষে আবাসিক ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে এসে শিক্ষকগণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে রেখে যথাযথ পাঠ প্রস্তুতিতে নিয়োজিত রাখা হয়।

বিশেষ সুবিধা সমূহ

ক) প্রাথমিক সমাপনী, জে.এস.সি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ভাল ফলাফল ও শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিশেষ টিউটোরিয়াল এর ব্যবস্থা আছে।

খ) অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে প্রাত্যহিক সময়সূচী বহির্ভূত হাউসের (আবাসিক) ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষাদান ব্যবস্থা (গ্রুপ ক্লাস) চালু রয়েছে। প্রতিদিনি স্কুল শুরুর পূর্বে ও ছুটির পরে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা ও নিরাপদ পরিবেশে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকগণ এই বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করে থাকেন।

গ) হাউসের (আবাসিক) ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনিক পাঠ প্রস্তুতির কাজ সহজ করার জন্য সকাল ৯:০০ টা থেকে ১০:৩০ টা পর্যন্ত টিউটোরিয়াল ক্লাস করানো হয়।

ঘ) লাইব্রেরী ঃ বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পাঠ্যবই (Text Book) আত্মস্থ করার জন্য পর্যাপ্ত রেফারেন্স বই আছে। পাঠ্য বই ছাড়াও ছেলে মেয়েদের জন্য পর্যাপ্ত গল্পের বই, কৌতুক, ছড়ার বই আছে। লাইব্রেরীতে একটি ইংরেজি পত্রিকা, একাধিক জাতীয় পত্রিকা, স্থানীয় পত্রিকা, সাপ্তাহিক, মাসিক, বিজ্ঞান, ক্রীড়া সংক্রান্ত পত্রিকা ও বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও জার্নাল, সাধারণ জ্ঞানের বই, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার রচিত উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক সরবরাহ করা হয়।

ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ সুন্দর পরিবেশে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। লাইব্রেরী কার্ডের নিয়মানুযায়ী শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা ধারে বই সংগ্রহ করতে পারে। তাছাড়া বিশ্ব সাহিত্যকেন্দ্র ভ্রাম্যমান লাইব্রেরীর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বই দিয়ে থাকেন।

ঙ) ল্যাবরেটরী ঃ শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান বিষয়ে অতিরিক্ত ও বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জনের জন্য স্কুল ও কলেজের নিজস্ব ল্যাবরেটরী রয়েছে। যা ক্লাস ভিত্তিক রুটিন মোতাবেক ব্যবহারিক ক্লাস করানো হয়।

চ) আইটি সেন্টারঃ আধুনিক বিশ্বের সাথে পরিচয় ও জ্ঞান অর্জনের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হয়। স্কুল এন্ড কলেজের নিজস্ব মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান, জ্ঞানার্জন বিনোদন অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ফেসবুক পেইজ Amena-Baki Online Class ও ইউটিউব চ্যানেল Amena-Baki Online Class Amena-Baki Residential Model School & College এর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ছ) আর্থিক সুযোগ সুবিধাঃ আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পি.ই.সি, জে.এস.সি পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যে সকল বৃত্তি দেওয়া হয় তা তারা পেয়ে থাকে এবং বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ও কলেজের বেতন হাফ ফ্রি করা হয়ে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, স্কুল এন্ড কলেজের আর্থিক ব্যয় ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের উপর নির্ভরশীল, তবে মেধাবী অথচ দরিদ্র ও প্রাইমারী ও জুনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যারা স্কুল এন্ড কলেজ ও আবাসিকের বেতন দিতে অসমর্থ তাদের জন্য এবি ফাউন্ডেশন ও ডাঃ আমজাদ হোসেন শিক্ষাবৃত্তি অথবা চেয়ারম্যান স্যারের ব্যক্তিগত ফান্ড থেকে আর্থিক সাহায্য করে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীদের এই আর্থিক কর্মসূচী পরিচালনার জন্য অবস্থাসম্পন্ন অভিভাবকদের কাছ থেকে যে কোন অনুদান এবি ফাউন্ডেশন সানন্দে গ্রহণ করবে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনা

প্রতিষ্ঠানের মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনার জন্য একটি উপ কমিটি আছে। সেখানে আইসিটি জ্ঞান সমৃদ্ধ শিক্ষকগণ নেতৃত্ব প্রদান ও ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠানের ৫টি আলাদা মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ এবং বিভিন্ন ক্লাসরুমে ৫৫´´ স্মার্ট মনিটর লাগানো আছে। প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মহোদয় আগামীতে সকল শ্রেণিতে মাল্টিমিডিয়া স্থাপনের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ নিয়মিত ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী করেন এবং সরকারী পর্য্যায়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সেরা কন্টেন্ট নির্মাতা নির্বাচিত হয়েছেন।

পরীক্ষা ও প্রমোশন

প্রাইমারী পি.এস.সি পরীক্ষা এবং শিক্ষাবোর্ডের অধীনে জে.এস.সি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং নিম্নলিখিত আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলোতে প্লে থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ করতে হয়।

ক) পাক্ষিক/ক্লাশটেস্ট/অভীক্ষা ২০ নম্বর। খ) ১ম সাময়িক/অর্ধ বার্ষিক ১০০ নম্বর। গ) এ্যাসাইনমেন্টে মাধ্যমে মূল্যায়ন। দুই পরীক্ষার সমন্বয়ে ১০০ নম্বর গণনা হবে।

ক) পাক্ষিক/ক্লাশটেস্ট/অভীক্ষা ২০ নম্বর। খ) ২য় সাময়িক/বার্ষিক ১০০ নম্বর। গ) এ্যাসাইনমেন্টে মাধ্যমে মূল্যায়ন। দুই পরীক্ষার সমন্বয়ে ১০০ নম্বর গণনা হবে।

ফলাফল প্রকাশ

অর্ধবার্ষিক, বার্ষিক, প্রাক-নির্বাচনী ও নির্বাচনী পরীক্ষার ফলাফল নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।
www.abrmsc.edu.bd

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা পদ্ধতি

প্রতিটি পার্বিক পরীক্ষা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী পার্বিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তাহলে তাকে উক্ত শ্রেণিতে অবস্থান করতে হবে। প্রতি পর্বশেষে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পে থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত প্রতি বিষয়ে পরীক্ষার জন্য ১০০ নম্বর ও ৫০ নম্বর নির্ধারিত থাকে। প্রতি বিষয়ে ২০% নির্ধারিত থাকে পাক্ষিক পরীক্ষা/অভীক্ষার জন্য এবং ৮০% নির্ধারিত থাকে পর্বশেষ পরীক্ষার জন্য। ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ১০০ নম্বরের মধ্যে ২০ নম্বর নির্ধারিত C.A এর জন্য এবং ৮০ নম্বর নির্ধারিত থাকে পর্বশেষ পরীক্ষার জন্য। প্রতি পর্ব শেষে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের "মূল্যায়ন প্রতিবেদন"-তৈরি করা হয় এবং উক্ত প্রতিবেদন অভিভাবকের নিকট প্রেরিত হয়। এ প্রতিবেদনে সেই পর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক, মানসিক অবস্থা, নিয়ম-শঙ্খলা, খেলাধুলা ও লেখাপড়ার উন্নতি অবনতি প্রতিফলিত হয়। স্কুল এন্ড কলেজে আশা করা হয় যে, প্রতি ছাত্র-ছাত্রী চূড়ান্ত পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হবার যোগ্যতা অর্জন করবে কিন্তু যদি কোন ছাত্র-ছাত্রী পর পর দুইটি পর্বশেষ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় তবে তাকে স্কুলে এন্ড কলেজ রাখা সম্ভব হয় না।

একনজরে সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম (ক্লাব ভিত্তিক)

১। সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঃ

ক) কুরআন তিলাওয়াত/গীতা পাঠ
খ) ডিবেটিং ক্লাব
গ) বক্তৃতা
ঘ) গণিত উৎসব
ঙ) নাট্য দল
চ) সংগীত
ছ) ধারাবাহিক গল্পবলা
জ) সাধারণ জ্ঞান ও ICT ক্লাব
ঝ) ক্বিরাত ও ধর্মীয় গান
ঞ) কৌতুক/ গল্প বলা
ট) বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরেজি ক্লাব
ঠ) লাইব্রেরী
ড) আবৃতি ক্লাব
ঢ) লেখক ক্লাব
ণ) গণিত অলিম্পিয়াড
ত) ফিজিক্স অলিম্পিয়াড

২। খেলাধুলা ঃ

ক) ফুটবল ক্লাব
খ) ভলিবল ক্লাব
গ) বাস্কেটবল ক্লাব
ঘ) ক্রিকেট ক্লাব
ঙ) টেবিল টেনিস ক্লাব
চ) ক্যারাম ক্লাব
ছ) লুডু ক্লাব
জ) এ্যাথলেটিকস্ ক্লাব
ঝ) হ্যান্ডবল ক্লাব
ঞ) দাবা ক্লাব/স্কাউট

৩। অন্যান্য ঃ

ক) বাগান করা
খ) শৃংখলার মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি
গ) স্বাস্থ্য পরিচর্যা
ঘ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা
ঙ) প্রজেক্ট তৈরি
চ) শ্রেণি কক্ষ সজ্জিতকরণ
ছ) পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা ক্লাব
জ) উপকরণ তৈরি

উদ্দেশ্যঃ

এইসব সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা ও পরাজয়কে সহজভাবে মেনে নিয়ে নিজেকে আগামির জন্য সক্রিয়ভাবে প্রস্তুত করা।

৪। প্রকাশনা

স্কুল এন্ড কলেজ থেকে প্রতিবছর বাংলা/ ইংরেজি ভাষায় বার্ষিকী, মাসিক পুস্তিকা এবং দেয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রতি হাউসে একটি করে দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ হয়। এবি পাবলিকেশন্স নামে একটি প্রকাশনা বিভাগ অচিরেই আলোর মুখ দেখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উদ্দেশ্যঃ

সহপাঠ্য কার্যক্রম-এর পরিচালনা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধার বিকাশ ঘটবে।

৫। শিক্ষা সফরঃ

প্রতিবছর শিক্ষকমন্ডলী, স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা হাউস ভিত্তিক কোন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শিক্ষা সফরে যায়। দেশের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয় এবং দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। এক কথায় হাউসের ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতি এবং প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশ সাধনে এই সফরগুলো উলেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী

একজন কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী তাদের পিতামাতাকে ছেড়ে দীর্ঘদিন স্কুলের হাউসে অবস্থান করতে হয়। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের দিক থেকে এ সময়টি তার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাই স্কুলে অবস্থানকালে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে সুষ্ঠুভাবে সঠিক পথে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে তার আচার-আচরণ, অভ্যাস, ভাললাগা, মন্দ লাগা, মুদ্রাদোষ ইত্যাদি তথ্যগুলো স্কুল কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রয়োজন। কিছু কিছু তথ্য একান্ত পারিবারিক বা গোপনীয় হলেও পুত্র/কন্যা/পোষ্যের স্বার্থে পিতা/অভিভাবক স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানাবেন।

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

(ক) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়মিতভাবে যথাসময়ে আইডি কার্ডসহ নির্ধারিত পোশাকে স্কুল ও কলেজে উপস্থিত হতে হবে।

(খ) স্কুল চলাকালীন সময়ে বিনা অনুমতিতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিষ্ঠান চত্বরের বাইরে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

(গ) যদি কোন ছাত্র/ছাত্রী মোবাইল ফোন সরবরাহ ও ব্যবহারকালীন সময়ে ধরা পড়ে তাহলে তা জব্দ করা হবে এবং আবাসিক সিট তাৎক্ষনিকভাবে বাতিল করা হবে।

(ঘ) কোন অনাবাসিক ছাত্র/ছাত্রী কর্তৃক আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীদের নিকট খাবার, বই-পত্র অনুমোদিত ছাড়া দ্রব্যাদি (স্টিকার, ম্যাগাজিন, খেলনা, বাদ্যযন্ত্র) সরবরাহ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। (বহিস্কারসহ)

(ঙ) শৃংখলা রক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে-শৃংখলা ভঙ্গকারী শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(চ) শ্রেণিকক্ষে ও আবাসিকে (গৃহ থেকে আসার সময়) ছাত্র-ছাত্রীদের বিলম্বে উপস্থিতি নিময় শৃঙ্খলার পরিপন্থী আচরণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

(ছ) সন্ধ্যার পর আবাসিক ছাত্রদের গৃহে গমন ও হাউজে প্রত্যাবর্তন করা যাবে না।

(জ) ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয়-বর্জনীয় বিষয়গুলো (আলাদাভাবে জানানো হবে) যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

শ্রেণিতে পাঠ দানের সময় সূচী

শ্রেণি	শীতকালীন	গ্রীষ্মকালীন
প্রভাতী শাখা (প্লে থেকে ২য় শ্রেণি)	০১ নভেম্বর হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ৮:২০ টা থেকে ১০.৪০ টা সমাবেশ ৮.২০ টা	০১ মার্চ হতে ৩১ অক্টোবর সকাল ৮:৩০ টা থেকে ১০:৪০টা সমাবেশ ৮:৩০ টা
দিবা শাখা (৩য় থেকে দ্বাদশ শ্রেণি)	০১ নভেম্বর হতে ২৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০.৪০ টা থেকে বিকেল ৪:০০ টা সমাবেশ ১০: ৪০ টা	০১ মার্চ হতে ৩১ অক্টোবর সকাল ১০৪০ টা থেকে ৪:০০টা সমাবেশ ১০:৪০ টা
বিঃ দ্রঃ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে সময় সূচী পরিবর্তন করতে পারবেন		

জ্ঞাতব্য বিষয়

১। অনুমোদিত অভিভাবককে সাক্ষাৎকার দিবস ছাড়া অন্য কাউকে অন্য কোন দিন আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেয়া হয় না।

২। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীর পিতা/মাতা/ভাই/বোন ও অনুমোদিত স্থানীয় অভিভাবক ছাড়া অন্য কারে সাথে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রান্না করা কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য আনাও নিষিদ্ধ।

৩। স্কুল এন্ড কলেজ অনুমোদিত পোশাক ছাড়া কোন প্রকার রঙ্গীন পোষাক আনতে পারবে না। লুঙ্গি ব্যবহার অনুমোদন করা হয় না। পক্ষান্তরে ঘুমানোর পোশাক ব্যবহার করতে পারবে।

৪। সুতি পোশাক আনতে হবে। কিন্তু সিল্ক বা অনুরূপ দামি পোশাক আনা যাবে না।

৫। প্যান্টের ঘের অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারবে না। বড়দের জন্য অনুমোদিত ঘেরের পরিমাণ হচ্ছে ১৮´´। প্যান্টের সোজা কাটিং হতে হবে। ফ্যান্সি ডিজাইন ব্যবহার করা যাবে না। ন্যারো কাটিং প্যান্ট নিষিদ্ধ।

৬। নিচু হিল ওয়ালা কালো রং এর জুতা (অক্সফোর্ড সু) ছাত্রদের দিতে হবে।

৭। শীতকালে ব্লেজার/কোর্টের পরিবর্তে ব্লু পুলওভার/সুয়েটার দেয়া যেতে পারে। তবে তাতে রঙ্গিন কারুকার্য থাকতে পারবে না।

৮। মাস্ক পরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসতে হবে।

৮। প্রতি পর্বের শুরুতে ৪ মাসের মত ব্যবহার করা যায় এমন পরিমাণ টয়লেট সামগ্রী ছাত্রদের সঙ্গে দিতে হবে। ছাত্রদেরকে এগুলো বাইরে গিয়ে ক্রয় করতে দেয়া হয় না এবং অভিভাবককে সাক্ষাতের নির্দিষ্ট তারিখ ব্যতীত এগুলো নিয়ে স্কুল এন্ড কলেজে/ হাউসে আসতেও দেয়া হয় না।

৯। হাউসে আসার পূর্বেই ছাত্রদের চুল ছোট করে ছেঁটে আসতে হবে।

১০। পর্ব চলাকালীন জন্মদিবস পালন, বিয়ের অনুষ্ঠান, উরশ, মিলাদ-মাহফিল ইত্যাদি উপলক্ষ্যে ছুটির অনুরোধ করা যাবে না। এগুলো শুধু সংশিষ্ট ছাত্রেরই লেখাপড়ায় একনিষ্ঠ মনোযোগ নষ্ট করে না, বরং তার শ্রেণীর অন্য ছাত্রদেরও বাড়ি যাওয়ার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয় এবং পাঠগ্রহণ ব্যহত করে।

১১। আবাসিক ছাত্রদের সঙ্গে অভিভাবকদের অনির্ধারিত তারিখে সাক্ষাৎ স্কুল এন্ড কলেজের স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা ব্যাহত করে এবং অন্য ছোট ছেলেদের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই অভিভাবকদের বর্ষপঞ্জিকামতে ঘোষিত নির্ধারিত তারিখে তাদের পুত্র/প্রতিপাল্যকে দেখতে আসার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়।

১২। আবাসিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীকে অনাবাসিক করার জন্য অনুরোধ করা যাবে না। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীকে অনাবাসিক করা হলে অন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অনাবাসিক হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। যা হাউসে মানিয়ে নেয়ার (এডজাস্ট) মানসিকতা বিনষ্ট হয়। একবার আবাসিক হিসেবে ভর্তি হলে পরবর্তীতে অনাবাসিক হিসেবে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হয় না।

১৩। স্কুল এন্ড কলেজটি মূলত আবাসিক প্রতিষ্ঠান হওয়ায় কোন আবাসিক ছাত্রকে অনাবাসিক করার জন্য অভিভাবক অনুরোধ করবেন না। এ ব্যাপারে অভিভাবকগণের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

১৪। জন্মদিন, বিয়ে, আকিকা, চলিশা, আত্মীয়ের বিবাহ এসব কারণে কোন আবাসিক শিক্ষার্থীকে ছুটি দেয়া হয় না। তবে গুরুতর অসুস্থ বা মরণাপন্ন কোন অতি নিকট আত্মীয়কে দেখার জন্য অধ্যক্ষ স্বল্পতম সময়ের ছুটি দিতে পারেন। এ ব্যাপারে অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

১৫। স্কুলে অবস্থানকালে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ঘড়ি, ল্যাপটপ, আংটি, কানের দুল (সোনার), সোনার চেইন, ক্যামেরা, মোবাইল ফোন, চার্জার লাইট, বাদ্যযন্ত্র, ক্যাসেট পেয়ার, স্কুল বহির্ভুত রঙ্গিন পোষাক, সিল্ক বা দামী পোষাক ইত্যাদি রাখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

১৬। আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের ছোটখাট অসুখ বিসুখ হলে তা জানিয়ে অভিভাবকদের অযথা টেনশনে ফেলা হয় না। তবে মারাত্মক কোন অসুখ বা দুর্ঘটনা ঘটলে তার চিকিৎসার জন্য সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে সংশিষ্ট অভিভাবককে টেলিফোন/মোবাইল ফোন মারফত জানিয়ে দেয়া হয়।

১৭। আবাসিক ও অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণার্থে কোন অভিভাবকের অভিযোগ বা পরামর্শ থাকলে তা ব্যক্তিগতভাবে, চিঠি লিখে অথবা মোবাইল ফোনে অধ্যক্ষকে জানাতে পারেন। এসব বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আলোচনা করা যাবে না।

১৮। পর্ব পরীক্ষাসমূহে প্রবেশপত্র ইস্যু করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়াসহ (যদি থাকে) স্কুল এন্ড কলেজের বেতন, পরীক্ষার ফি, আবাসিক চার্জসহ স্কুল এন্ড কলেজ অফিসে জমা দিয়ে পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ কতে হয়। প্রবেশ পত্র ছাড়া কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় না।

১৯। মাসিক/পাক্ষিক/অভীক্ষার জন্য বিশেষভাবে তৈরি খাতা সংগ্রহ করতে হয়। উক্ত পরীক্ষাগুলো পার্বিক পরীক্ষার অংশ বিশেষ।

২০। সমুদয় বকেয়াসহ (যদি থাকে) নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের আবাসিক চার্জ, স্কুল এন্ড কলেজের বেতন ও পরীক্ষার ফি জমা দিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে হবে।

২১। নিজ নিজ সন্তানকে (অনাবাসিক) শ্রেণি কার্যক্রম শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পূর্বে স্কুল এন্ড কলেজে পৌছে দেয়ার এবং শেষ হওয়ার সাথে সাথে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অভিভাবকগণের।

২২। ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু শিক্ষাদানের স্বার্থে কর্তৃপক্ষ যেসব নিয়মকানুন চালু করে থাকেন তা যুগপৎ ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের অবশ্য পালনীয়।

২৩। চাকরিরত অভিভাবক বাসস্থান স্থানান্তর/বদলিজনিত কারণে ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যাহার বা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের প্রয়োজনে অভিভাবককে অন্ততঃ ০৩ (তিন) দিন পূর্বে অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করতে হবে।

ছাত্র/ছাত্রী প্রত্যাহার

কোন ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুল এন্ড কলেজ থেকে প্রত্যাহার করতে হলে ১ মাস পূর্বে অধ্যক্ষের নিকট আবেদন পূর্বক চলতি পর্বের সম্পূর্ণ বেতন সহ পূর্বের সম্পূর্ণ বেতনাদি পরিশোধ করে প্রত্যাহার করা যাবে।

ভর্তির নিয়মাবলী

১। প্লে থেকে ২য় শ্রেণি পর্যন্ত প্রভাতী শাখায় অনাবাসিক ও তৃতীয় থেকে নবম ও একাদশ শ্রেণি পর্যন্ত দিবা শাখায় আবাসিক/অনাবাসিক শাখায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়। ১৫ নভেম্বর থেকে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে স্কুল এন্ড কলেজের নির্ধারিত ফরমে আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে। স্কুল এন্ড কলেজ থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ ও যথাযথভাবে পূরণ করে ৩১ ডিসেম্বর -২০২৩ খ্রি: এর মধ্যেই স্কুল এন্ড কলেজের অফিস চলাকালীন সময়ে জমা দিতে হবে। ফরম জমা দেওয়ার সময় পরীক্ষার তারিখ ও সময় প্রবেশ পত্রে উলেখ করা হবে।

২। প্লে ও দ্বিতীয় শ্রেণি এর ছাত্র-ছাত্রীদের তাৎক্ষনিক লিখিত/মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রভাতী শাখায় ভর্তি করানো হবে। (মৌখিক পরীক্ষার সময় জন্মনিবন্ধন সনদ/ টিকা কার্ড সঙ্গে আনতে হবে)।

৩। ৩য় শ্রেণি হতে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের দিবা শাখায় আবাসিক/অনাবাসিক হিসেবে ভর্তি করানো হবে।

৪। একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিরে ক্ষেত্রে অনলাইনে আবেদনকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ও নিশ্চয়নকৃত ছাত্র-ছাত্রী চিরিরবন্দর থানার (১০ কিঃ মিঃ) বাইরে হলে অবশ্যই আবাসিক হিসেবে ভর্তি করতে হবে।

৫। কোন কারন অথবা যুক্তি প্রদর্শন ছাড়াই যে কোন ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি বাতিল করার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ রাখেন।

৬। ভর্তির আবেদনপত্রে আবেদনকারীকে নিম্ন লিখিত তথ্যাদি পেশ করতে হবে।

(ক) পাসপোর্ট সাইজের ছবি। (আবেদন ফরম সংগ্রহের সময়)

(খ) আবাসিক/অনাবাসিক উলেখ করতে হবে।

(গ) নবম শ্রেণির শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি করানো হবে।

৭। ভর্তির জন্য নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের নিম্নে প্রদত্ত কাগজপত্রাদি পেশ করতে হবে।

(ক) ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র

(খ) আবেদনপত্র (অফিস থেকে/ওয়েব সাইট থেকে প্রিন্ট করা কপি)

(গ) ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গীন ছবি।

(ঘ) পূর্ব স্কুল ত্যাগের বদলীপত্র/প্রসংশাপত্র।

(ঙ) জন্ম নিবন্ধন সনদের ফটোকপি (ইউপি/পৌরসভা মেয়র কর্তৃক প্রদেয়)

(চ) পিইসি ও জেএসসি পাশের মূল কাগজপত্র

(ছ) আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের মা-বাবা ও অতিরিক্ত একজন অনুমোদিত অভিভাবকের জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি।

শ্রেণি	প্লে	নার্সারী	প্রথম
বয়স	৪+	৫+	৬+

ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস ও সময়

শ্রেণি	বিষয় ও মানবন্টন	সময়
প্লে ও দ্বিতীয়	আবেদন ফরম সংগ্রহের পর প্রবেশপত্রে উল্লেখিত তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
তৃতীয়-ষষ্ঠ	বাংলা-১০, ইংরেজি-২০, গণিত-১০	
সপ্তম-নবম	বাংলা-১০, ইংরেজি -১৫, গণিত-১৫, বিজ্ঞান-১০	

আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদান ১৫ নভেম্বর ২০২৩খ্রি: থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি: পর্যন্ত। অধ্যক্ষ, লে. কর্নেল কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, এইসি (অবঃ), ০১৩০৯১২০৯৫০

বিনয় কুমার দাস (উপাধ্যক্ষ) ০১৩২৪৭৩০১১২, ০১৭২৫৯৩০৬০৯

রনজিৎ রায় (সহকারী শিক্ষক) ০১৭৬৮৩৮৩০৮৩, ০১৩২৪৭৩০১২১, মনজুর রহমান (অফিস সহকারী) ০১৭২৯০০২৫৮৮

অনলাইন সংক্রান্ত যে কোন সহায়তা ঃ মোঃ ইয়াকুব আলী (সিনিয়র সহকারী শিক্ষক) ০১৭১৯৭৫০৪৬৫
নরোত্তম রায় (সহকারী শিক্ষক), ০১৭১৩৭৮০৬৯৭

অনলাইনে আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমাদানের ঠিকানা ঃ www.abrmsc.edu.bd অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করে মোবাইল ব্যাংকিং রকেট এর মাধ্যমে নির্দেশিত ছক মোতাবেক বিল পে করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড অথবা প্রিন্ট করতে পারবে।

*** একাদশ শ্রেণির জন্য শিক্ষামন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি মোতাবেক ভর্তি করানো হবে।**

বিগত বছরগুলোর একাডেমিক সাফল্য

পি.ই.সি

সাল	অংশগ্রহনকারীর সংখ্যা	জিপিএ-৫	জিপিএ-৪.০০ এর উর্দ্ধে	বৃত্তি প্রাপ্ত			পাশের হার
				মোট	ট্যালেন্টপুল	সাধারণ	
২০১৪	১৩৩	১১৯	১৪	১৫	১১	০৪	১০০%
২০১৫	১৫০	১৩৬	১৪	৩৯	৩১	০৮	১০০%
২০১৬	১৪৬	১২৬	২০	৪২	৩৬	০৬	১০০%
২০১৭	১৪৩	১২৩	২০	৩৭	৩১	০৬	১০০%
২০১৮	১৫৩	১৪২	১১	৩৬	৩১	০৫	১০০%
২০১৯	১২৮	১০৬	২২	২৯	২৬	০৩	১০০%
২০২০	১৩২	করোনা কালীন সময়ে অটো পাস					
২০২১	১৩২	ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ					
২০২২	১২৮	ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ					
২০২৩	১৫২	ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ					

জে.এস.সি

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	পাশের হার	জিপিএ-৫	জিপিএ-৪.০০ এর উর্দ্ধে	মোট	ট্যালেন্টপুল বৃত্তি প্রাপ্ত	সাধারণ	অবস্থান
২০১৩	১০৭	১০৭	১০০%	১০৭	-	৫৯	২২	৩৭	বোর্ডে-এ ২য় স্থান
২০১৪	১৫৬	১৫৬	১০০%	১৫০	৬	৬১	২১	৩৫	বোর্ডে-এ ২য় স্থান
২০১৫	১৫৮	১৫৮	১০০%	১৫৮	-	৭২	২০	৫২	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০১৬	১৯০	১৯০	১০০%	১৮৭	০৩	৭০	২৪	৪৬	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০১৭	১৮৭	১৮৭	১০০%	১৭৮	০৯	৬৭	২৪	৪৩	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০১৮	২৪৭	২৪৭	১০০%	১৩৮	১০৯	৫১	১২	৩৯	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০১৯	২২৯	২২৯	১০০%	১০৯	১২০	৫০	১৫	৩৫	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০২০	২৩৩	করোনা কালীন সময়ে অটো পাস							
২০২১	২৬৫	ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে							
২০২২	২৪৭	ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছে							
২০২৩	২৭৮	ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে							

এস.এস.সি

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	পাশের হার	পাশের শংখ্যা	জিপিএ-৫	জিপিএ-৪.০০ এর উর্দ্ধে	গোল্ডেন	মোট	ট্যালেন্টপুল বৃত্তি প্রাপ্ত	সাধারণ	অবস্থান
২০১৩	৭৯	১০০%	৭৯	৭৯	-	৫২	৪৪	০৪	৪৮	বোর্ডে-এ ২য় স্থান
২০১৪	৭০	১০০%	৭০	৭০	-	৬৬	২৯	১০	৩৯	বোর্ডে-এ ২য় স্থান
২০১৫	৭৯	১০০%	৭৯	৭৬	০৩	৪৯	৩৯	০৭	৪৬	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০১৬	১০৯	১০০%	১০৯	৮৬	২৩	৩৬	২৭	১৭	৪৪	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০১৭	১৩২	১০০%	১৩২	১১৭	১৫	৪০	২৬	১৫	৪১	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০১৮	১৩৯	১০০%	১৩৯	১৩৫	০৪	৯০	৬০	২০	৮০	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০১৯	১৮০	১০০%	১৮০	১৩৫	৪৫	৮০	৫৩	৮	৬১	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০২০	১৭৬	১০০%	১৭৬	১৪৮	২৮	৮৩	৩৯	৪	৪৩	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০২১	২১৭	১০০%	২১৭	২০৯	০৮	-	৫২	২৫	৭৭	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০২২	২০৫	১০০%	২০৫	২০১	০৪	১৫৫	৪৬	১১	৪৭	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।
২০২৩	২৩৩	১০০%	২৩৩	২৩০	০৩	১৯৭	৩৭	৩	৪০	বোর্ডে স্থান দেওয়া হয় না।

এইচ.এস.সি

সাল	মোট পরীক্ষার্থী	বিভাগ	পাশের সংখ্যা	পাশের হার	জিপিএ-৫	জিপিএ-৪.০০ এর উর্দ্ধে
২০১৮	৫২ জন	বিজ্ঞান	৫২	১০০%	১১	৪১
	১৮ জন	ব্যবসায় শিক্ষা	১৮	১০০%	০৩	১৫
২০১৯	৬৫ জন	বিজ্ঞান	৬৫	১০০%	১১	৫৩
	২২ জন	ব্যবসায় শিক্ষা	২২	১০০%	০১	১৬
২০২০	১২২ জন	বিজ্ঞান	১২২	১০০%	১০২	২০
	১৬ জন	ব্যবসায় শিক্ষা	১৬	১০০%	৪	২২
২০২১	৮০ জন	বিজ্ঞান	৮০	১০০%	৭৮	২
	১৫ জন	ব্যবসায় শিক্ষা	১৫	১০০%	৪	১১
২০২২	৯৯ জন	বিজ্ঞান	১১০	১০০%	১০১	৯
	১১ জন	ব্যবসায় শিক্ষা				
২০২৩	৫১ জন	বিজ্ঞান	ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে			

মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি আদায়ের নিয়ম

(ক) অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতি ইংরেজি মাসের ১ তারিখ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত জরিমানা ছাড়া এবং ১১ থেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা জরিমানাসহ বেতনাদি গ্রহণ করা হয়।
(খ) সকল কার্যদিবসে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক, অন্যথায় প্রতিদিন ৫/- (পাঁচ) টাকাহারে জরিমানা আদায় করা হয়।
(গ) প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে বিজ্ঞপ্তি মারফত বেতন আদায়ের পরিবর্তিত তারিখ ঘোষণা করা হয়।
(ঘ) ক্রমাগত ২ মাস বেতন না দিলে, কিংবা শিক্ষার্থী ১ মাস অনুপস্থিত থাকলে ভর্তি বাতিল হবে। উপযুক্ত কারণ দর্শিয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনঃভর্তির জন্য জরিমানাসহ অন্যান্য প্রাপ্য ফি আদায় করা হয়।
(ঙ) আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক সাক্ষাৎকার দিবস পর্যন্ত জরিমানা ছাড়া এবং উক্ত দিবসের পর হতে চলতি মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত স্কুল/কলেজ ও আবাসিক (৫০+৫০ = ১০০ টাকা) জরিমানা সহ বেতনাদি গ্রহণ করা হয়। তবে চলতি মাসের বেতনাদি পরবর্তী মাসে স্কুল/কলেজ ও আবাসিক (৫০ টাকা + ২০০ টাকা = ২৫০ টাকা) জরিমানা সহ বেতন আদায় করা হয়।

আবাসিকে উঠার সময় নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সঙ্গে আনতে হবে

১। সাদা সুতি গেঞ্জি (স্যান্ডো) ২ টি
২। সাদা সুতি আন্ডার ওয়ার (জাঙ্গিয়া) (৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি) ০২ টি
৩। রুমাল (১২ ইঞ্চি X ১২ ইঞ্চি) ১টি
৪। তোয়ালে বড় ০১ টি
৫। বালিশ কভার ০২ টি ও বিছানার চাদর (নির্ধারিত রং এর, সিংগেল সাইজ) ০১ টি
৬। তোষক অথবা মোটা কাথা ০১টি
৭। রাতে গায়ে দেওয়ার জন্য লেপ অথবা কম্বল ও মশারী (সিংগেল) ০১ টি
৮। স্কুল ড্রেস- (নির্ধারিত মূল্যে স্কুল অফিস সংলগ্ন দোকানে পাওয়া যাবে) ২ জোড়া
৯। সাদা লংক্লথের পাজামা ও পাঞ্জাবী (নকশা ছাড়া) ও সাদা গোল টুপি ০১ টি করে
১০। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা আবাসিকে ব্যবহারের জন্য স্যান্ডেল ০২ জোড়া
১১। সাদা পিটি সু ০১ জোড়া
১২। সাদা মোজা ০২ জোড়া ও নেভি ব্লু সোয়েটার ০১ জোড়া
১৩। স্লিপিং সার্ট ও পায়জামা (আকাশী নীল) ০২ টি
১৪। ট্রাভেলিং ব্যাগ (তালা চাবীসহ মাঝারী সাইজ) ০১ টি
১৫। জ্যামিতি বক্স ও পেন্সিল বক্স ০১ টি করে
১৬। বল পয়েন্ট কলম ও পেন্সিল প্রয়োজনমত
১৭। পাস্টিক রেক ০১ টি (৪ স্তর বিশিষ্ট)
১৮। প্রতি বিষয়ের জন্য খাতা (স্কুলের নির্ধারিত) ০২ টি করে।
১৯। ট্রাংক (২৪ ইঞ্চি X ১৬ ইঞ্চি X ১১ ইঞ্চি) তালাচাবীসহ ০১ টি
২০। হ্যাঙ্গার ০৩ টি, গায়ে মাখার ও কাঁপড় কাচার সাবান, সাবান দানি, টুথ পেস্ট, টুথ ব্রাশ, চিরুনী, মাথার তেল, সুই-সুতা, বোতাম, অতিরিক্ত জুতার ফিতা, চাবির রিং ও নেইল কাটার প্রয়োজন মত।
২১। প্রয়োজনীয় বই।
২২। খাতা ঃ বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক খাতা।
২৩। স্কুলের ডায়েরী।
২৪। ছেলে মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা (নির্ধারিত) নাইট ড্রেস, রিডিং ড্রেস ও খেলার ড্রেস।
২৫। মেয়েদের জন্য গোলাপী, ছেলেদের জন্য পুল ওভার ও মাফলার।

প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী

আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাকে সংক্ষিপ্ত নাম ও স্কুল এন্ড কলেজ নম্বর লেখা থাকতে হবে। এরূপ লেখাহীন পোষাক/প্রাপ্ত আইডি হারালে স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। অভিভাবকগণ তাদের পুত্র/কন্যা/প্রতিপাল্যের পোষাকের তিন কপি তালিকা প্রস্তুত করবেন। অভিভাবকগণ এক কপি নিজের নিকট রাখবেন, দুই কপি স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিবেন। নির্ধারিত পোষাকের চেয়ে কম পোষাক নিয়ে এলে ছাত্রকে হাউসে গ্রহণ করা হয় না। পোষাকের স্বল্পতা হেতু কোন ছাত্র-ছাত্রীকে যদি গৃহে ফেরত পাঠানো হয় তাহলে দায় দায়িত্ব অভিভাবকগণকেই গ্রহণ করতে হবে। নির্ধারিত তালিকার বাইরে রঙ্গিন ও অশোভনীয় পোষাক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দেয়া যাবে না।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দিপুমনি এমপি কে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নিচ্ছেন এবি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল এমপিসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রতিষ্ঠানের ২২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ. আ. ম. স. আরেফিন সিদ্দিকসহ অন্যান্য সম্মানিত তিথিবৃন্দ।

১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ২০২২ এ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন সাবেক মন্ত্রী বীরমুক্তিযোদ্ধা জনাব মোস্তাফিজার রহমান ফিজার, এমপি ও প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এবি ফাউন্ডেশন।

শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালায় সাবেক শিক্ষা সচিব জনাব নজরুল ইসলাম খানকে ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীবৃন্দ।

স্বাধীনতা পদক প্রাপ্তিতে যুদ্ধাহত বীরমুক্তিযোদ্ধা ডাঃ এম আমজাদ হোসেন মহোদয় কে ফুলের তোড়া দিয়ে নাগরিক সংবর্ধনা দিচ্ছেন জনাব খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি, প্রতিমন্ত্রী নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়।

চিরিরবন্দর ও খানসামার GPA 5 প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সন্মাননা স্মারক প্রাদান করছেন। হাবিপ্রবি ভিসি ড. এম. কামরুজ্জামান

পাক্ষিক শিক্ষা, সাহিত্য ও বিনোদন অনুষ্ঠানে বিতার্কিকদের মাঝে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়।

পাক্ষিক শিক্ষা, সাহিত্য ও বিনোদন অনুষ্ঠানে বিতার্কিকদের মাঝে বক্তব্য প্রদান করছেন বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মোঃ আসাদুজ্জামান সোবহানী (অবঃ) প্রাক্তন অধ্যক্ষ রংপুর ক্যাডেট কলেজ ও ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ।

প্রাভাতী শাখার প্রাত্যহিক সমাবেশের একাংশ।

দিবা শাখার প্রাত্যহিক সমাবেশের একাংশ।

প্রতিষ্ঠানের আইসিটি ল্যাবে শিক্ষার্থীর একাংশ।

প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর একাংশ।

প্রতিষ্ঠানের জুম্মার নামাজ আদায়রত শিক্ষার্থীর একাংশ।

প্রতিষ্ঠানে সনাতন ধর্মের শিক্ষার্থীদের প্রার্থনার একাংশ।

স্বাধীনতার সুবর্ণ
জয়ন্তী তোরণ
বিনম্র শ্রদ্ধা বঙ্গবন্ধু
ও বাংলার মুক্তিযোদ্ধা
AMENA-BAKI RESIDENTIAL MODEL SCHOOL & COLLEGE
An Organization Of AB Foundation
Chriribandar, Dinajpur.
জয় বাংলা

বিজয় ৭১ গণগ্রন্থাগার এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক (এমপি) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

স্বাধীনতা সুবর্ণজয়ন্তী তোরণ উদ্বোধন করছেন মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক (এমপি) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মোজাফফর হাউস এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মাননীয় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক (এমপি) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

মাননীয় মুক্তিযদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ. ক. ম. মোজাম্মেল হক (এমপি) মহোদয়ের আগমনে বীরমুক্তিযোদ্ধা ও শিক্ষার্থীদের সমাবেশের একাংশ।

মেয়ে শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্র খেলার মাঠ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের একাংশ

শেখ রাসেল দিবসে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মহোদয় ও অধ্যক্ষ মহোদয়।

গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ (বালক)।

গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দ (বালিকা)।

মধ্যাহ্নভোজে ছেলেদের ডাইনিং এর একাংশ।

মধ্যাহ্নভোজের মেয়েদের ডাইনিং এর একাংশ।

আবাসিক-এ অবস্থানরত অবস্থায় ছেলেদের একাংশ।

আবাসিক-এ অবস্থানরত অবস্থায় মেয়েদের একাংশ।

ছেলেদের গ্রীষ্মকালীন পোষাক

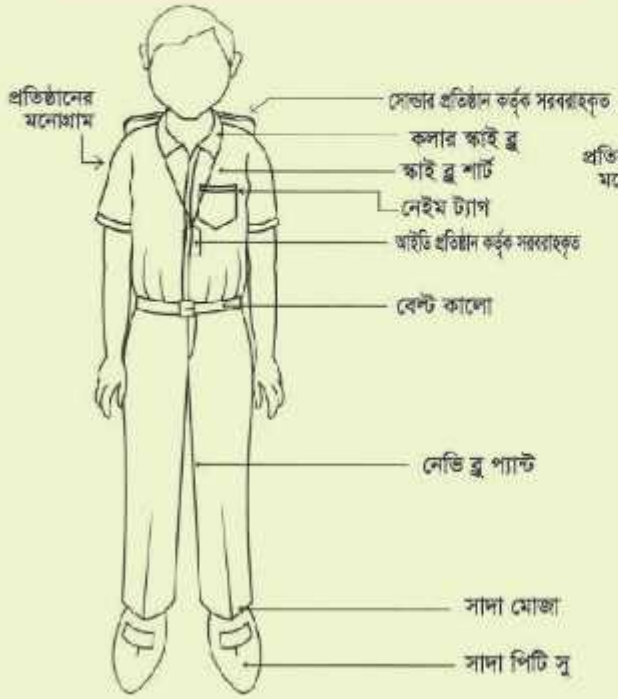

ছেলেদের শীতকালীন পোষাক

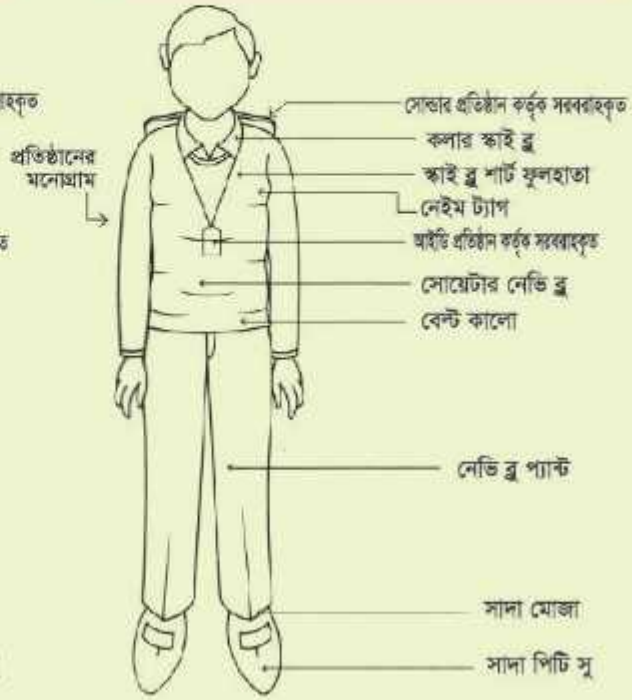

মেয়েদের গ্রীষ্মকালীন পোষাক

মেয়েদের শীতকালীন পোষাক

এবি ফাউন্ডেশন

একটি অরাজনৈতিক অলাভজনক সেবামূলক সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত-১৯৯৯ খ্রিঃ

চিরিরবন্দর, দিনাজপুর ।

"আলো ছড়াচ্ছি ছড়াবো"

A.B. FOUNDATION

A.B.F.

ফাউন্ডেশনের আওতায় বাস্তবায়িত চলমান কার্যক্রম সমূহ ঃ

- আমেনা-বাকী রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল
  আবাসিক/অনাবাসিক
- ডাঃ আমজাদ পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট
- এবি ক্রোশি
  (দুঃস্থ্য মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র)
- শিশু বিকাশ কেন্দ্র (সি ডি সি) ১১টি কেন্দ্র
- আইসিটি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
- এ বি সমন্বিত কৃষি খামার
- এ বি ডায়াগনষ্টিক সেন্টার

ফাউন্ডেশনের আওতায় ভবিষ্যত প্রস্তাবিত কার্যক্রম সমূহ ঃ

- আমেনা-বাকী মহাবিদ্যালয়
- আমেনা-বাকী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রস্তাবিত)
- ক্লিনিক কাম হাসপাতাল (প্রস্তাবিত)
  (জনসেবা মূলক)
- নার্সিং ইনষ্টিটিউট (প্রস্তাবিত)
- বিজয় ৭১ গণগ্রন্থাগার (প্রস্তাবিত)

উদ্দেশ্য

ফাউন্ডেশনের সমুদয় অর্থ চলমান কার্যক্রমের উন্নয়নে ও প্রস্তাবিত কার্যক্রম সমূহের সুষম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনহিতকর কাজে ব্যয় করা ।

"নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রত্যয়ে নিরন্তর আমাদের পথচলা"

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ
জয়ন্ত কুমার রায়

সম্পাদনায় ঃ
লে. কর্নেল কাজী শাহাবুদ্দিন আহমেদ, এইসি (অবঃ)
অধ্যক্ষ

সহযোগিতায় ঃ
মোঃ রাজিবুল হাসান, মোঃ নাজমুল আমিন
মোঃ ইয়াকুব আলী ও নরোত্তম রায় ।